গীতবিতান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ

প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী রচনার পুনর্মুদ্রণের সুযোগ যে কোনও বাঙালি প্রকাশকের কাছে পরম সৌভাগ্যের। সবিনয়ে স্বীকার করি, এই অধিকার একই সঙ্গে প্রকাশকের পক্ষে গুরুতর দায়িত্বও বটে। সুষ্ঠুভাবে তা পালনের জন্য আমরা তিনজনের একটি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করেছি। এই ত্রয়ী সাহিত্য ও সংস্কৃতি-মনস্ক বাঙালি পাঠকের কাছে সুপরিচিত। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ভবতোষ দত্ত একটি বিশিষ্ট নাম। রবীন্দ্ররচনাবলী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য সুবিদিত। তাছাড়া দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-অধ্যাপক।
বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও শিক্ষাব্রতী পবিত্র সরকার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য।
নিত্যপ্রিয় ঘোষ সমকালের একজন বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিশীল, প্রখর সমালোচক ও প্রাবন্ধিক। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর আলোচনার গভীরতা এবং নিজস্ব বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকসমাজে তাঁকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে।
আমাদের আমন্ত্রণে 'পুনশ্চ'-র রবীন্দ্রসাহিত্য সঠিকভাবে বহুল প্রচারের উদ্যোগে সানন্দে সাড়া দেওয়ার জন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের নিরন্তর সতর্ক, সক্রিয় এবং সদর্থক উপদেশই আমাদের যাত্রাপথে পাথেয়।

প্রতিটি রচনাসংগ্রহেই পাঠকের পক্ষে অতি-প্রয়োজনীয় পরিচিতি লিখেছেন বিশিষ্ট একজন সম্পাদক। কখনও কখনও উপদেষ্টা নিজেই অনুগ্রহ করে পালন করেছেন সম্পাদকের দায়িত্ব। তাঁদের এবং অন্যান্য সম্পাদক, সকলকেই জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

পুনশ্চ

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

আমাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, বাঙালির সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ শস্য কী, তাহলে আমাদের নিঃসংশয় উত্তর হবে, রবীন্দ্রনাথের গান। আর রবীন্দ্রনাথের গানেরই এক পূর্ণাঙ্গ সংকলন আপাতত তিন খণ্ডে বদ্ধ 'গীতবিতান', যা অনেকদিন থেকেই সমগ্রভাবে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি'র (প্রথম খণ্ড) হিসেব অনুসারে 'গীতবিতান'-এ সংগৃহীত মোট গানের সংখ্যা হল ২২৩২। অস্পষ্টভাবে আমরা অনেকেই বলি আড়াই হাজার বা দু-হাজার। শ্রী সুভাষ চৌধুরীর মতে এ সংখ্যা দু হাজারের মধ্যে, কারণ 'গীতবিতান'-এ কোন্‌গুলি গান, আর কোন্‌গুলি গীতিসংলাপ মাত্র, তার পার্থক্য প্রভাতকুমার করেননি। ১৩৮০-তে প্রভাতকুমারই জানাচ্ছেন যে, এগুলির মধ্যে ৩৪২টি গানের সুর ও তাল ইত্যাদি পাওয়া যায়নি, ফলে তখন পর্যন্ত প্রকাশিত ৬০ খণ্ডের স্বরলিপি-সংকলন 'স্বরবিতান'-এ সেগুলি স্থান পায়নি। এখন আরও তিনটি 'স্বরবিতান' প্রকাশিত হয়েছে, যাতে সব মিলিয়ে গৃহীত গানের সংখ্যা, শ্রী সুভাষ চৌধুরীর হিসেবে, সতেরো-শো-র সামান্য কিছু বেশি।

রবীন্দ্রনাথের চেয়েও অনেক বেশি গান লিখেছেন এমন ব্যক্তি আছেন—শুনেছি তেলুগু গীতিকার ড. নারায়ণ রেড্ডির লেখা গানের সংখ্যা বারো হাজারের বেশি। কিন্তু ইনি সুর দেননি নিজের গানে। চলচ্চিত্রে রেকর্ডে জনপ্রিয় কিছু বাঙালি গীতিকারও তিন-চার হাজার করে গান লিখেছেন তা আমরা জানি। তাঁদেরও গানে সুর দিয়েছেন অন্যরা। বস্তুতপক্ষে কথা ও সুরের যুগনদ্ধ সৃষ্টি, সৃজনের দুই ভিন্ন, নাকি একই, উৎস থেকে বেরিয়ে এসে সুর আর কথার এক হয়ে ওঠা—এ বিষয়টি আধুনিক শতাব্দীগুলিতেও বাংলাভাষী অঞ্চলে যেমন ঘটেছে তেমনভাবে আর কোথাও ঘটেছে কি না সন্দেহ। নিধুবাবু থেকে আরম্ভ করে সুমন চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত এর একটি অতি সমৃদ্ধ বৃত্তান্ত তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, মুকুন্দদাস, সলিল চৌধুরী—এই অত্যুজ্জ্বল নামগুলির অবস্থান। নজরুলের গানের সংখ্যা রবীন্দ্রসংগীতের চেয়েও হয়তো বেশি, কিন্তু নজরুলের নিজের সুর দেওয়া গানের সংখ্যা বিশেষজ্ঞদের মতে দেড় হাজারের বেশি নয়। আর রবীন্দ্রসংগীত যে-ভাবে দুটি প্রতিবেশী দেশের জাতীয় (রাষ্ট্রীয়) সংগীত থেকে আরম্ভ করে বাঙালিদের প্রতিটি অনুষ্ঠানে, আচারে, উৎসবে, আড্ডায় অপরিহার্য পরিবেশন হয়ে উঠেছে তার তুলনা কোথাও নেই। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নানা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই বিষয়টা লক্ষ করেছি যে, তাঁদের হয়তো ত্যাগরাজা, মুথুস্বামী দীক্ষিতর বা শ্যাম শাস্ত্রী আছেন, কিংবা আছে বেদস্তোত্র বা গণেশবন্দনা বা সরস্বতীস্তব—কিন্তু নেই কোনো আধুনিক সংগীতকারের সর্বাঙ্গসুন্দর কথা ও সুর, যা সুরভাষ্যের যোগে যে-কোনো উপলক্ষ্যকে তাৎপর্যময় করে তুলতে পারে। পাশ্চাত্যেও এ ধরনের দৃষ্টান্ত বেশি নেই। শুনেছি জার্মানির শুবার্টের তিনশোর মতো গান আছে, কিন্তু তাও তারা সমস্ত উপলক্ষ্যে এমন করে গায় না।

তবে রবীন্দ্রনাথের গান শুধু অনুষ্ঠানের অলংকরণ কেন হবে? তার একটা অংশ দেশ, গোষ্ঠী বা সমিতির উচ্চারণ নিশ্চয়ই, কিন্তু তার সবচেয়ে বড়ো অংশটা আক্রমণ করে ব্যক্তিকেও, যে-ব্যক্তি

নিঃসঙ্গ অথচ যে যুক্ত হতে চায় অন্য মানুষের সঙ্গে, পৃথিবী ও নিসর্গের বা বিশ্বচরাচরের সঙ্গে, কিংবা 'ঈশ্বর' অভিধায় চিহ্নিত বা ব্যঞ্জিত (বর্তমান লেখকের মতে) কোনো এক কাল্পনিক সত্তার সঙ্গে। ফলে অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ্য নির্দিষ্ট গানের বাইরে আছে এক বিশাল রবীন্দ্রসংগীতের সম্ভার যা আমরা একলা শুনি, বা শুনতে শুনতে একলা হয়ে যাই, হয়তো আরও বেশি করে মানুষের, পৃথিবীর বা ওই 'কাল্পনিক সত্তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য—যে তিনটি অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রায়ই মিলিত হয়ে যায়। এমন আর কোন্ সংগীতকার আছেন যিনি শুধু প্রকৃতিরই বিষয়ে রচনা করেন ২৮৩টি গান, যাতে শুধু বর্ষার ১১৫টি, আর বসন্তের ৯৬টি? যেন এই গানের মধ্যেই তিনি আমাদের সবচেয়ে সত্য করে, সবচেয়ে বেদনাময় করে বোঝান আমাদের অস্তিত্বের বিস্তার— সুখদুঃখের দ্বন্দ্বে তরঙ্গময় এক বিশাল সম্পর্কের জালবিন্যাস—মানুষে-মানুষে, মানুষে-বিশ্বপ্রকৃতিতে, বা মানুষে আর ওই অনুভবধৃত কাল্পনিক সত্তার, যাকে এক সময় মানুষ নাম দিয়েছিল ঈশ্বর। যেন ব্যক্তিগত আমাদের অবস্থান এককেন্দ্রিক অনেকগুলি বৃত্তের একেবারে মধ্যিখানে, যেখান থেকে আমরা নিজেদের সবগুলি বৃত্তে প্রসারিত করতে পারি। ওই বৃত্তগুলিই হল মানুষ, বিশ্বচরাচর বা 'ঈশ্বর'।

'গীতিবিতান' ব্যবহার করে সাধারণত দু ধরনের মানুষ; পাঠক-শ্রোতা আর গায়ক। অনেক মানুষ একই সঙ্গে দুটোই অবশ্য। কিন্তু পাঠক-শ্রোতা হিসেবে আমরা এর অনুপম কবিতাও আস্বাদন করি, কারণ সুরকে বাদ দিলেও এবং সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এর অনেকগুলি গানের অস্তিত্ব ভেবে নেওয়া কষ্টকর হলেও, যা বাকি থাকে তা অসাধারণ কবিতা। খুব কম সংগীতকারের গান সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায়। গায়ক হিসেবে যাঁরা 'গীতবিতান' ব্যবহার করবেন তাঁদের অবশ্যই সুরের জন্য দেখতে হবে এ পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত স্বরবিতান; শুধু সুরের জন্য নয়, রবীন্দ্রসংগীতের উচ্চারণের নানা প্রাথমিক নিয়মনির্দেশের জন্যও। কোথায় 'অ' ও 'ও' হবে বা হবে না, কোন্ এ-কারে 'অ্যা' ধ্বনি বোঝাবে, যুক্তব্যঞ্জনের কীরকম আলতো উচ্চারণ হবে, কোথায় তা হবে না—এ সম্বন্ধে বলা আছে 'স্বরবিতান'-এ। অবশ্যই উপযুক্ত গুরুরা সেই সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁদের সহায় হবেন। এখন তো রবীন্দ্রসংগীত শেখার প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগও প্রচুর বেড়েছে।

এ কথা এইজন্য বলা যে, 'গীতবিতান'-এর এই সংস্করণ, যাতে গানের ভাব-প্রসঙ্গ অনুযায়ী গান সাজানো আছে, তা অন্যান্য দিক থেকে ব্যবহারকারীর প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ। 'গীতবিতান'-এর প্রথম সংস্করণে (১৯৩১) সাজানো ঠিক এরকম ছিল না, তা ছিল গানের রচনাকাল বা প্রকাশকালের ক্রমে, কালানুক্রমিক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক 'রবীন্দ্ররচনাবলী'তে আবার সেই বিন্যাস গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে প্রভাতকুমারের মতে "রবীন্দ্রসংগীতমানসের বিবর্তন-বার্তা" ছিল, ফলে তিনি দ্বিতীয় সংস্করণের 'ভাবের অনুষঙ্গ' অনুযায়ী বিন্যাস কতটা সার্থক ও যুক্তিযুক্ত—সে সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। সে সব প্রশ্ন অসংগত নয়। কিন্তু তবু আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রসংগীতমানসের বিবর্তন মূলত পণ্ডিতদের মাথাব্যথার বিষয়, সাধারণ পাঠকের তত নয়। তাঁদের কাছে দ্বিতীয় সংস্করণের (মাঘ ১৩৪৮), বিন্যাস অনেক বেশি স্বস্তিজনক।

এই ভাব-অনুষঙ্গে সজ্জিত 'গীতিবিতান' দ্বিতীয় সংস্করণে অনুসৃত হয়েছিল 'প্রবাহিনী' (১৩৩২) গীতিসংকলন-গ্রন্থের পদ্ধতি। কিন্তু এই বিন্যাস রবীন্দ্রনাথ নিজেই চেয়েছিলেন। প্রথম সংস্করণে "সত্বরতার তাড়নায়" সংকলনকর্তারা "গানগুলিকে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলাবিধান করতে পারেননি" বলে তিনি পূজা, প্রেম, প্রকৃতি ইত্যাদির নানা সূক্ষ্মতর স্তরভেদ করে এই নতুন সংস্করণ প্রস্তুত করান। পাঠক ব্যবহারকারীর কাছে এ সংস্করণের আকর্ষণ ও উপযোগিতা তাই কখনও দুর্বল হবে না। পণ্ডিতরা কালানুক্রম আর শৈলী ও ভাবের বিবর্তন নিয়ে ব্যস্ত থাকুন।

রবীন্দ্রনাথের গানের কথা ও সুরের যে মিলিত শৈলী, তাতে 'রাবীন্দ্রিক' সুরের 'মূল' চরিত্রটি অনন্য। আর কোনো সুরস্রষ্টার সুরে স্রষ্টার এমন ব্যক্তিগত মুদ্রণ আছে কিনা সন্দেহ। তাঁর গানের কথা-অংশের রচনাশৈলীও দীর্ঘদিন বাংলা গীতিরচনাকে প্রভাবিত করে এসেছে। কেবল খুব সম্প্রতিকালেই সে গীতিগ্রন্থনের শৈলীকে পরিত্যাগ করে এই সময়ের জটিলতা ও দ্বন্দ্বের উপযোগী নতুন সুর ও শৈলীর সন্ধান শুরু হয়েছে। বিশ্বায়নের সংস্কৃতির আক্রমণও আমাদের অতীত-বর্তমানের সংযোগে সংকট তৈরি করেছে। কিন্তু শৈলী বা সুর যেমনই হোক, হাজার বছরের আগেকার হোক, তা যদি আমাদের হৃদয় ও অনুভবের বহুমুখী সত্য কোথাও ধরতে পেরে থাকে, তা কখনও প্রাচীন হবে না। রবীন্দ্রনাথের গান সে সত্যকে যেভাবে ধরেছে, এবং তার আবিষ্কার, উন্মোচন ও প্রকাশ করে আমাদের চৈতন্য ও অনুভাবের বিস্তার ঘটিয়েছে তা আর কোনো গান পারেনি। তাই "মানুষ যদি মনে রাখে তবে এই গান দিয়েই রাখবে"—রবীন্দ্রনাথের এই অহংকার আরও দীর্ঘদিন আমাদের কাছে এক সংগত উচ্চারণ হয়েই থাকবে।

পবিত্র সরকার

জানুয়ারি, ২০০২
কলকাতা ৭০০ ০৮৪

বিষয়সূচি

ভূমিকা : প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে	১
পূজা	৫
স্বদেশ	১৭৩
প্রেম	১৯৩
প্রকৃতি	২৯৯
বিচিত্র	৩৭৯
আনুষ্ঠানিক	৪২৫
গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য	
কালমৃগয়া	৪৩৫
বাল্মীকিপ্রতিভা	৪৪৫
মায়ার খেলা	৪৫৭
চিত্রাঙ্গদা	৪৭৫
চণ্ডালিকা	৪৯১
শ্যামা	৫০৫
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী	৫১৯
নাট্যগীতি	৫২৯
জাতীয় সংগীত	৫৬৩
পূজা ও প্রার্থনা	৫৭১
আনুষ্ঠানিক সংগীত	৫৯৫
প্রেম ও প্রকৃতি	৬০৩
পরিশিষ্ট	
নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা	৬৩৫
পরিশোধ	৬৪৭
পরিশিষ্ট ৩	৬৫৫
পরিশিষ্ট ৪	৬৫৯

প্রথম ছত্রের সূচি

অকারণে অকালে মোর। গীতিবীথিকা ১০২
অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে। স্বরবিতান ৪৪ ৫২
অগ্নিশিখা, এসো এসো। গীতমালিকা ১। গীতিচর্চা ২ ৪২৯
অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে। স্বরবিতান ৪৩ ১৬২
অজানা খনির নূতন মণির। স্বরবিতান ৫৪ ২০৪
অজানা সুর কে দিয়ে যায়। তাসের দেশ ২৫১
অজ্ঞানে করো হে ক্ষমা তাত। কালমৃগয়া ৪৪৩
অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে। স্বরবিতান ৬২ ২৫৫
অনন্তসাগরমাঝে দাও তরী ভাসাইয়া। স্বরবিতান ৮ ৬১৬
অনন্তের বাণী তুমি। স্বরবিতান ৬৩ ৩৫১
অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে। ব্রহ্মসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৫ ১৪০
অনেক কথা বলেছিলাম। নবগীতিকা ২ ২১৩
অনেক কথা যাও যে ব'লে। স্বরবিতান ৫ ২৩২
অনেক দিনের আমার যে গান। গীতিমালিকা ২ ১৯৮
অনেক দিনের মনের মানুষ। নবগীতিকা ২ ৩৬৭
অনেক দিনের শূন্যতা মোর। স্বরবিতান ১ (১৩৫৪ হইতে) ৮২
অনেক দিয়েছ নাথ। শতগান। ব্রহ্মসঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ ১১৭
অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে। গীতপঞ্চাশিকা ২২০
অন্তর মম বিকশিত। ব্রহ্মসঙ্গীত ৫। বৈতালিক। গীতাঞ্জলি। স্বর ২৪ ৩৭
* অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী। ব্রহ্মসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৫ ৭৬

গীতবিতানে কোনো কোনো গানের প্রারম্ভেই পাঠান্তর দেখা যায়। কখনো বা একটি পাঠের সূচনাতে অতিপার্বিক একটি শব্দ আছে, কিন্তু তা অন্য পাঠে দেখা যায় না। এরকম ক্ষেত্রে বেশির ভাগ পাঠই সূচিপত্রের মধ্যে ধরা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে পাঠটি যেখানে উল্লেখিত হয়েছে, বন্ধনীর মধ্যে সেখানে অন্য পাঠটিরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আমার 'নৃত্যনাট্য', 'চণ্ডালিকা' প্রভৃতি স্বরলিপি গ্রন্থে বিভিন্ন চরিত্র গানগুলি গেয়েছে। সেখানে একই গানের বিভিন্ন অংশের স্বরলিপি আলাদাভাবে মুদ্রিত হয়েছে। এই সূচিপত্রে অপ্রধান রচনাখণ্ডের আলাদাভাবে কোনো উল্লেখ নেই।

বর্তমান সূচিপত্রে স্বরলিপি নেই, এরকম গানগুলির সুর অথবা সুর-তাল সম্পর্কিত তথ্য সংকলন যেখানেই সম্ভব হয়েছে, তা দেওয়া হয়েছে।

যে গানগুলি এ দেশজ বা পূর্ব প্রচলিত অন্য কোনো জনের কোনো বিশেষ গান বা গতের আদর্শে, অনুসরণে, কিংবা প্রভাবে রচিত হয়েছে; সূচিপত্রে সংকলিত প্রথম ছত্রের পূর্বে সেখানে তারকা (*) চিহ্ন দিয়ে সেগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে যে গানগুলি বিদেশি গানের আদর্শে বা প্রভাবে রচিত হয়েছিল, সূচিপত্রে সংকলিত প্রথম ছত্রের পূর্বে ত্রিশূল (Ψ) চিহ্ন দিয়ে সেগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

বর্ণানুক্রমিক সূচিপত্রের আদর্শে গীতবিতানের প্রথম ছত্রের সূচি নির্মিত হয়েছে। গানের প্রথম ছত্রগুলি বাংলা বর্ণমালার নির্দিষ্ট ক্রমানুসারেই সজ্জিত রয়েছে। দেবনাগরী বর্ণমালা সূত্রে ড় = ড, ঢ় = ঢ, য় = য এরকমই ধরা হয়। বর্তমান সূচিপত্রে সেই রীতিই অনুসৃত হয়েছে। এই সূচিপত্রে ং = ঙ্ এ রকমই ধরা হয়েছে। যেমন 'সংকট' শব্দের 'সঙ্কট' বানান থাকলে বর্ণের ক্রম অনুসারেই তা যথা নির্দিষ্ট স্থানে বসেছে।* এবং ঃ বর্ণের স্বতন্ত্রমর্যাদা নেই। তাই এ রকম চিহ্নবিহীন শব্দগুলি যেখানে থাকার কথা, যথানির্দিষ্ট সেখানেই তারা স্থান পেয়েছে। 'ঐ' বর্ণটি বাংলা শব্দের প্রারম্ভিক আদি পর্বে স্বীকৃত হয়নি; তাই 'ঐ' বর্ণটি 'ওই' বানানে বর্ণানুক্রমিক নির্দিষ্ট স্থানেই সে বসেছে।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো। স্বরবিতান ৪৩ ১০৩
অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে ২৯
অন্ধজনে দেহো আলো (অংশ : বৈতালিক) ব্রহ্মসঙ্গীত ১। স্বর ২৭ ৩৮
অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে। গীতমালিকা ২ ৬২৩
অভয় দাও তো বলি আমার wish কী। স্বরবিতান ৫৬ ৫৪৬
অভিশাপ নয় নয়। চণ্ডালিকা ৫০৩
অমন আড়াল দিয়ে। গীতলিপি ৩। গীতাঞ্জলি। স্বরবিতান ৩৭ ১০৬
অমল কমল সহজে জলের কোলে। ব্রহ্মসঙ্গীত ৫। স্বরবিতান ২৪ ৯৬
অমল ধবল পালে লেগেছে। গীতাঞ্জলি। শেফালি ৩৩৭
* অমৃতের সাগরে। গীতলিপি ২। স্বরবিতান ৩৬ ১২১
অয়ি বিষাদিনী বীণা, আয় সখী। বাহার-কাওয়ালি ৫৬৩
অয়ি ভুবনমনোমোহিনী। শতগান । ভারততীর্থ। স্বরবিতান ৪৭ ১৮২
অরূপ, তোমার বাণী। স্বরবিতান ৩ ৮
অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে। অরূপরতন ১০১
অলকে কুসুম না দিয়ো। কাব্যগীতি ২২৬
অলি বার বার ফিরে যায়। গীতিমালা । মায়ার খেলা ২৭৮/৪৬৮/৬৪৩
অল্প লইয়া থাকি তাই মোর। ব্রহ্মসঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪। আনুষ্ঠানিক ১৬৩
অশান্তি আজ হানল এ কী। চিত্রাঙ্গদা ২৬৬/৪৮৪
অশ্রুনদীর সুদূর পারে। গীতপঞ্চাশিকা ১৫৬
* অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে। স্বরবিতান ২ ৩২১
* অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ। ব্রহ্মসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৫ ১১৫
* অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে। স্বরবিতান ৮ ১২৫
অসীম ধন তো আছে তোমার। গীতলেখা ২। স্বরবিতান ৪০ ২৮
অসীম সংসারে যার কেহ নাহি কাঁদিবার। ভৈরবী-ঝাঁপতাল ৬১৪
অসুন্দরের পরম বেদনায়। স্বরবিতান ৬০ ৬৮৩
* অহো! আস্পর্ধা একি তোদের। বাল্মীকিপ্রতিভা ৪৫০
অহো, কী দুঃসহ স্পর্ধা। চিত্রাঙ্গদা ৪৭৭

আঃ কাজ কী গোলমালে। বাল্মীকিপ্রতিভা ৪৪৯
আঃ বেঁচেছি এখন। বাল্মীকিপ্রতিভা। কালমৃগয়া ৪৪০/৪৪৫
* আইল আজি প্রাণসখা। কেদারা-আড়াঠেকা ৫৭৯
* আইল শান্ত সন্ধ্যা। স্বরবিতান ৪৫ ৫৮৪
আকাশ আমায় ভরল আলোয় ! ফাল্গুনী ৩৫৪
আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে। গীতিবীথিকা ১০২
আকাশতলে দলে দলে। গীতমালিকা ১ ৩১০
আকাশ, তোমায় কোন্‌রূপে মন চিনতে পারে ৪০৬
আকাশভরা সূর্য-তারা। গীতমালিকা ১ ৩০১
আকাশ হতে আকাশপথে। গীতপঞ্চাশিকা ৩৯০
আকাশ হতে খসল তারা। অরূপরতন ৩৪১
আকাশে আজ কোন্ চরণের। নবগীতিকা ১ ১৯৫
আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি। বাকে। স্বরবিতান ১৩ ৪১০
আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায়। স্বরবিতান ৬০ ১০৪
আকুল কেশে আসে। স্বরবিতান ১৩ ২৩৩
* আঁখিজল মুছাইলে, জননী। ব্রহ্মসঙ্গীত ৪। স্বরবিতান ২৪ ১৩৮
আগুনে হল আগুনময়। অরূপরতন ১৬৭

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। গীতলেখা ৩। স্বরবিতান ৪৩। গীতিচর্চা ২ ৬৬
আগে চল্, আগে চল্ ভাই। ভারততীর্থ। স্বরবিতান ৪৭ ১৮০
আগ্রহ মোর অধীর অতি। চিত্রাঙ্গদা ৪৮৬
আঘাত করে নিলে জিনে। স্বরবিতান ৪৪ ৬৭
* আছ অন্তরে চিরদিন। ব্রহ্মসঙ্গীত ২। স্বরবিতান ২২ ১২০
আছ আকাশ-পানে তুলে মাথা। গীতমালিকা ২ ২২০
আছ আপন মহিমা। তুলনীয় : আমার মাঝে তোমারি মায়া ৯৯
আছে তোমার বিদ্যে-সাধ্যি জানা। বাল্মীকিপ্রতিভা ৪৪৯
আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু। বৈতালিক। স্বরবিতান ২৭। আনুষ্ঠানিক ৭৬
আজ আকাশের মনের কথা। নবগীতিকা ২ ৩১৭
আজ আমার আনন্দ দেখে কে ৫৫০
আজ আলোকের এই ঝর্নাধারায় (আলোকের এই। গীতপঞ্চাশিকা) ৩১
আজ আসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে। গীতিমালা। স্বরবিতান ২৮ ৫৪০
আজ কি তাহার বারতা পেল রে। গীতমালিকা ১ ৩৬১
আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার। গীতমালিকা ১ ৩১২
আজ খেলা ভাঙার খেলা। বসন্ত ৩৬১/৬৪৬
আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে। স্বরবিতান ৪০ ৪৮
আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার। নবগীতিকা ২ ৪০২
আজ তালের বনের করতালি। নবগীতিকা ১ ৩০০
আজ তোমারে দেখতে এলেম। গীতিমালা। প্রায়শ্চিত্ত ২৯০
আজ দখিন-বাতাসে। বসন্ত ৩৬০
আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়। শেফালি। গীতাঞ্জলি। গীতিচর্চা ১ ৩৩৭
আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে। নবগীতিকা ২ ৩১৭
* আজ নাহি নাহি নিদ্রা। ব্রহ্মসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ৩৬ ১২১
আজ প্রথম ফুলের পাব (প্রথম ফুলের। গীতলিপি ৬) শেফালি ৩৩৮
আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে ৩২৮
আজ বারি ঝরে ঝরঝর। গীতলিপি ৩। কেতকী। গীতাঞ্জলি। গীতিচর্চা ১ ৩০৮
আজ বুকের বসন ছিঁড়ে (বুকের বসন। শেফালি) ব্রহ্মসঙ্গীত ৫ ৬২০
* আজ বুঝি আইল প্রিয়তম। ব্রহ্মসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৫ ৫৮৩
আজ যেমন করে গাইছে আকাশ। স্বরবিতান ৫২ ২৯২
আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে। স্বরবিতান ১ ৩১৪
আজ শ্রাবণের গগনের (শ্রাবণের গগনের গায়। স্বরবিতান ৫৩) ৩৩৩
আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে। গীতমালিকা ২ ৩২০
আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে ৫৬৮
আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে। কাব্যগীতি ২২৭
আজকে তবে মিলে সবে। বাল্মীকিপ্রতিভা ৪৪৫
আজকে মোরে বোলো না কাজ করতে ১৬৯
আজি আঁখি জুড়ালো। গীতিমালা। মায়ার খেলা (১৩৬৩ হইতে) ২৮৬/৪৭০
আজি উন্মাদ মধুনিশি ওগো। বেহাগ-কাওয়ালি ৫৪২
* আজি এ আনন্দসন্ধ্যা। ব্রহ্মসঙ্গীত ৬। স্বরবিতান ২৫ ৯৪
আজি এ নিরালা কুঞ্জে আমার। স্বরবিতান ৫৪ ২০৪
আজি এ ভারত লজ্জিত হে। স্বরবিতান ৪৭ ১৮৬
আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে। গীতাঞ্জলি। স্বরবিতান ৩৮ ৩৬৬
আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ। স্বরবিতান ৪৫ ৫৭৬
আজি ওই আকাশ-'পরে সুধায় ভরে। গীতমালিকা ২ ৩১৩

* আজি কমলমুকুলদল খুলিল। গীতলিপি ৫। স্বরবিতান ৩৬ ৩৭২
আজি কাঁদে কারা। বেহাগ-একতালা ৫৯৫
আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে। ব্রহ্মসঙ্গীত ২। স্বরবিতান ২২ ৭৭
আজি কোন্ সুরে বাঁধিব। স্বরবিতান ৬০ ৬২৮
আজি গন্ধবিধুর সমীরণে। দ্রষ্টব্য : আজি এই গন্ধবিধুর ৩৬৬
আজি গোধূলিলগনে এই বাদলগগনে। স্বরবিতান ৫৮ ২০৮
আজি ঝড়ের রাতে তোমার। গীতলিপি ৩। গীতাঞ্জলি। কেতকী ৩২৩
আজি ঝরোঝরো মুখর বাদর-দিনে। স্বরবিতান ৫৯ ৩৩৩
আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে। স্বরবিতান ৫৮ ৩৩২
আজি দক্ষিণপবনে। স্বরবিতান ৬৩ ২৫৪
আজি দখিন-দুয়ার খোলা। অরূপরতন। শাপমোচন ৩৫৩
* আজি নাহি নাহি নিদ্রা (আজ নাহি। ব্রহ্মসঙ্গীত ৬। স্বর ৩৬) কেতকী ১২১
আজি নির্ভয়নিদ্রিত ভুবনে জাগে। স্বরবিতান ৩৭ ৮১
আজি পল্লিবালিকা অলকগুচ্ছ সাজালো ৩২৭
আজি প্রণমি তোমারে। ব্রহ্মসঙ্গীত ১। বৈতালিক। স্বরবিতান ২৭ ১৩৭
আজি বরিষনমুখরিত। সঙ্গীতবিজ্ঞান ৫। ১৩৪৩। ২১৭। স্বরবিতান ৫৩ ৩৩০
আজি বর্ষারাতের শেষে। নবগীতিকা ২ ৩১৮
আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। গীতলেখা ২। গীতাঞ্জলি। স্বরবিতান ৩৮ ৩৫০
* আজি বহিছে বসন্তপবন। ব্রহ্মসঙ্গীত ৪। স্বরবিতান ২৩ ৯১
আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে। স্বরবিতান ৪৬ ১৮১
আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে। গীতপঞ্চাশিকা ৬৪
* আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে। ব্রহ্মসঙ্গীত ৫। স্বরবিতান ২৪ ১৪১
* আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে। ব্রহ্মসঙ্গীত ১। স্বরবিতান ৪ ৫৬
আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে। গীতমালিকা ১ ৯৯
আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায়। স্বরবিতান ৫৯ ৩৩৫
* আজি মোর দ্বারে । স্বরবিতান ৩৫ ৬১৮
আজি যত তারা তব আকাশে। ব্রহ্মসঙ্গীত ২। স্বরবিতান ২২ ২৪
আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায়। স্বরবিতান ৩৫ ২৫৯
* আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব। ব্রহ্মসঙ্গীত ৬। স্বর ২৬ ৫৮৩
আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে। গীতিমালা। শতগান। শেফালি ৩৩৬
* আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে। স্বরবিতান ৪৫ ৫৭৩
আজি শুভ শুভ্র প্রাতে। দেওগান্ধার-চৌতাল ১২৯
আজি শ্রাবণঘনগহন মোহে। গীতলিপি ৩। গীতাঞ্জলি। কেতকী ৩২৩
আজি সাঁঝের যমুনায় গো। স্বরবিতান ৩ ২৬৮
আজি হৃদয় আমার যায় যে ভেসে (হৃদয় আমার। নবগীতিকা ২) ৩১৯
* আজি হেরি সংসার অমৃতময়। ব্রহ্মসঙ্গীত ৪। স্বরবিতান ২৩ ১৪৯
আজিকে এই সকালবেলাতে। স্বরবিতান ৪১ ৯৮
আজু, সখি, মুহুমুহ। গীতিমালা। ভানুসিংহ ৫২২
আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু। স্বরবিতান ৫৪ ৩২৮
আঁধার এল ব'লে। স্বরবিতান ১৩ ১৬৪
আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে। নবগীতিকা ১ ৩০০
আঁধার রজনী পোহালো। স্বরবিতান ৮ ৯৭
আঁধার রাতে একলা পাগল। স্বরবিতান ১ ১৬১
আঁধার শাখা উজল করি। গীতিমালা। স্বরবিতান ২০ ৫৩১
আঁধার সকলই দেখি। কানাড়া-আড়াঠেকা ৬৬০
আঁধারের লীলা আকাশে আলোকলেখায় লেখায় ৪০৫

ভূমিকা

প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে
প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে
প্রকাশপিয়াসি ধরিত্রী বনে বনে
শুধায়ে ফিরিল সুর খুঁজে পাবে কবে ॥
এসো এসো সেই নবসৃষ্টির কবি
নবজাগরণযুগপ্রভাতের রবি—
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে
তরুণী উষার শিশিরস্নানের কালে
আলো-আঁধারের আনন্দবিপ্লবে ॥

সে গান আজিও নানা রাগরাগিণীতে
শুনাও তাহারে আগমনীসঙ্গীতে
যে জাগায় চোখে নূতন-দেখার দেখা।
যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে
বননীলিমার পেলব সীমানাটিতে,
বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।
অবাক্ আলোর লিপি যে বহিয়া আনে
নিভৃত প্রহরে কবির চকিত প্রাণে,
নব পরিচয়ে বিরহব্যথা যে হানে
বিহ্বল প্রাতে সঙ্গীতসৌরভে
দূর আকাশের অরুণিম উৎসবে ॥

পূজা

১

কান্নাহাসির-দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা—
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা ?।
তাই কি আমার ঘুম ছুটেছে, বাঁধ টুটেছে মনে,
খ্যাপা হাওয়ার ঢেউ উঠেছে চিরব্যথার বনে,
কাঁপে আমার দিবানিশার সকল আঁধার আলা !
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা ?।
রাতের বাসা হয় নি বাঁধা দিনের কাজে ত্রুটি,
বিনা কাজের সেবার মাঝে পাই নে আমি ছুটি।
শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন-মাঝে,
অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে।
নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা—
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা ?।

২

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা—
মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা ॥
মন্দাকিনীর ধারা, উষার শুকতারা,
কনকচাঁপা কানে কানে যে সুর পেল শিক্ষা ॥
তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।
কোলাহলের বেগে ঘূর্ণি উঠে জেগে,
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা ॥

৩

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে ?।
আমি শুনব ধ্বনি কানে,

আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে ॥
আমার নীরব বেলা সেই তোমারি সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠবে পুরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে,
যখন রাত্রি আঁধার হবে,
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে ॥

৪

তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী,
আমি অবাক্ হয়ে শুনি কেবল শুনি ॥
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী ॥
মনে করি অমনি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।
কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে—
হার মেনে যে পরান আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি ॥

৫

আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান
তার বদলে আমি চাই নে কোনো দান ॥
ভুলবে সে গান যদি নাহয় যেয়ো ভুলে
উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগরকূলে,
তোমার সভায় যবে করব অবসান
এই ক'দিনের শুধু এই ক'টি মোর তান ॥
তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে ?
সেই কথাটি, কবি, পড়বে তোমার মনে
বর্ষামুখর রাতে, ফাগুন-সমীরণে—
এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান
ভুলতে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ ॥

৬

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে ॥
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে রে,

আকাশে হাত তোলে সে কার পানে ॥
আঁধারের তারা যত অবাক্ হয়ে রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে।
নিশীথের বুকের মাঝে এই-যে অমল
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল রে,
আগুনের কী গুণ আছে কে জানে ॥

৭

তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি, কখনো ভুলি, কখনো শুনি না যে ॥
আকাশ যবে শিহরি উঠে গানে
গোপন কথা কহিতে থাকে ধরার কানে কানে—
তাহার মাঝে সহসা মাতে বিষম কোলাহলে
আমার মনে বাঁধনহারা স্বপন দলে দলে।
হে বীণাপাণি, তোমার সভাতলে
আকুল হিয়া উন্মাদিয়া বেসুর হয়ে বাজে ॥
চলিতেছিনু তব কমলবনে,
পথের মাঝে ভুলালো পথ উতলা সমীরণে।
তোমার সুর ফাগুনরাতে জাগে,
তোমার সুর অশোকশাখে অরুণরেণুরাগে।
সে সুর বাহি চলিতে চাহি আপন-ভোলা মনে
গুঞ্জরিত-ত্বরিত-পাখা মধুকরের সনে।
কুহেলী কেন জড়ায় আবরণে —
আঁধারে আলো আবিল করে, আঁখি যে মরে লাজে ॥

৮

তোমার নয়ন আমায় বারে বারে বলেছে গান গাহিবারে ॥
ফুলে ফুলে তারায় তারায়
বলেছে সে কোন্ ইশারায়
দিবস-রাতির মাঝ-কিনারায় ধূসর আলোয় অন্ধকারে।
গাই নে কেন কী কব তা,
কেন আমার আকুলতা—
ব্যথার মাঝে লুকায় কথা, সুর যে হারাই অকূল পারে ॥
যেতে যেতে গভীর স্রোতে ডাক দিয়েছ তরী হতে।
ডাক দিয়েছ ঝড়-তুফানে
বোবা মেঘের বজ্রগানে,
ডাক দিয়েছ মরণপানে শ্রাবণরাতের উতল ধারে।
যাই নে কেন জান না কি—
তোমার পানে মেলে আঁখি
কূলের ঘাটে বসে থাকি, পথ কোথা পাই পারাবারে ॥

৯

অরূপ, তোমার বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক্ সে আনি ॥
নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা—
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি ॥
যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে
বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে
তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পুরে,
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে—
বিঘ্ন তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণপাণি ॥

১০

গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে
রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কাঁদন জেগে উঠে ॥
বিশ্বকবির চিত্তমাঝে ভুবনবীণা যেথায় বাজে
জীবন তোমার সুরের ধারায় পড়ুক সেথায় লুটে ॥
ছন্দ তোমার ভেঙে গিয়ে দ্বন্দ্ব বাধায় প্রাণে,
অন্তরে আর বাহিরে তাই তান মেলে না তানে।
সুরহারা প্রাণ বিষম বাধা— সেই তো আঁধি, সেই তো ধাঁধা—
গান-ভোলা তুই গান ফিরে নে, যাক সে আপদ ছুটে ॥

১১

আমার সুরে লাগে তোমার হাসি,
যেমন ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবির কিরণ দোলে আসি ॥
দিবানিশি আমিও যে ফিরি তোমার সুরের খোঁজে,
হঠাৎ এমন ভোলায় কখন তোমার বাঁশি ॥
আমার সকল কাজই রইল বাকি, সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি।
আমার গানে তোমায় ধরব ব'লে উদাস হয়ে যাই যে চলে,
তোমার গানে ধরা দিতে ভালোবাসি ॥

১২

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
আমার এ তার বাঁধা কাছের সুরে,
ঐ বাঁশি যে বাজে দূরে।
গানের লীলার সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে
বিশ্বহৃদয়পারাবারে রাগরাগিণীর জাল ফেলাতে—
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ?।